কোটচাঁদপুর ৫২ তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্ভোধন

আমি দশ লক্ষ মানুষের দ্বারে দ্বারে তাদের হক পৌঁছে দিতে চাই আপনাদের সহযোগিতায়। যারা আমাকে ভোট দিয়ে এ আসনে বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের ৫২ তম শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহ -৩ আসনের সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল অবঃ সালাহ উদ্দিন মিয়াজি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি,কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন,উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার( সাবেক) তাজুল ইসলাম,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন,সাব্দালপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল মান্ন, জোড়া ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল জলিল বিশ্বাস।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মীর কাশেম আলী,কোটচাঁদপুর পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল,সাধারণ সম্পাদক শেখ সোহেল আরমান। উপস্থিত ছিলেন, ৩৪ টি স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রীরা। পরে সংসদ সদস্য ফেস্টুন উড়িয়ে শীত কালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এরপর শুরু ৩৪ টি স্কুল,কলেজ, মাদ্রাসার ছাত্র/ছাত্রীদের অংশ গ্রহনে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সরকার।

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহে মাদক মামলায় কামরুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। আজ সোমবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে সিনিয়র দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোঃ নাজিমুদ্দৌলা এ দন্ডাদেশ প্রদান করেন। যাবজ্জীবন প্রাপ্ত আসামী কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১৭ সালের ৭ জুলাই তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে কালীগঞ্জ উপজেলার কাশিপুর গ্রামে কামরুল ইসলামের বাড়িতে ফেন্সিডিল ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে তার বাড়িতে পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কামরুল পালিয়ে গেলেও বাড়িতে তল্লাশী করে ৬০ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পরে ওই দিনই পুলিশ বাদী হয়ে মাদক দ্রব্য আইনে কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে।

পুলিশ তদন্ত শেষে ২০১৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর আসামী কামরুল ইসলামের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করে। দীর্ঘবিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানাসহ যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঝিনাইদহের বাঁওড় পাড়ের জেলে সম্প্রদায়

‘জাল যার জলা তার’ নীতি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় বলুহরসহ প্রায় সকল বাওড়েই প্রবেশাধিকার হারিয়েছেন বাওড়পাড়ের জেলেরা। ক্ষমতার অংক আর ইজারা প্রথার প্রবল প্রতাপে ছয়টি বাওড়ের প্রায় ২০/২৫ হাজার মানুষ

আজ দিশেহারা। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে একতরফাভাবে বলুহর বাওড় নিজেদের মতো ভোগদখল করে সরকারি রাজস্ব লোকসান করছে দখলকারীরা।

দখলকারীদের দুর্নীতি ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় ভূমি মন্ত্রণালয় বলুহর বাওড়টি মৎস্য বিভাগের কাছে নবায়ন না করে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ২০২২ সালের ২০ মার্চ। চল্লিশ বছরের প্রশ্নহীন বঞ্চনাকে প্রশ্ন করে আবারও জেগেছে বলুহর বাওড় পাড়ের মানুষ। ঠিক যেমন উপনিবেশকতার জুলুমের বিরুদ্ধে জেগেছিল নীলবিদ্রোহের সময়।

প্রভাবশালীদের ইজারা বাতিল করে বাওড়ে নিজেদের অধিকারের দাবিতে সংগঠিত হয়েছেন বঞ্চিত জেলেরা। কিন্তু কেউ জেলেদের কথা শুনছে না। জনপ্রতিনিধি থেকে নাগরিক সমাজ কিংবা গণমাধ্যম সকলেই এক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে নিশ্চুপ।

ক্ষুধা আর ক্ষোভ নিয়ে বাওড় থেকে জেলেরা পরিবার পরিজন নিয়ে গত ২৮ মে ঢাকায় গিয়েছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে তপ্ত রাস্তায় যেন ভিড় জমেছে একটুকরো দলিত ‘পদ্মা নদীর মাঝি’। খসখসে শিশু, উদভ্রান্ত তরুণ, ক্ষুব্ধ বিধবা কিংবা বিবর্ণ পৌঢ়দের ছায়াগুলোও প্রখর তাপে চুরমার হয়ে যাচ্ছিল। যেন ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ কিংবা ‘তিস্তাপাড়ের বৃত্তান্ত’ থেকে উঠে আসা শত বঞ্চনার দাগ নিয়ে দাঁড়ানো খন্ডবিখন্ড মানুষেরা।

কিন্ত এখনো সেই সমস্যার সমাধান মেলেনি মানুষগুলো আজ পেশা হারিয়ে দিকবিদিক জ্ঞান শুন্য তাই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঝিনাইদহ ও যশোহর অঞ্চলের ৬ বাঁওড় পাড়ের জেলে সম্প্রদায়ের মানুষগুলো। বাঁওড়ই ছিল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। সেটা গত বছরের এপ্রিল মাসে ভূমি মন্ত্রানালয় কেড়ে নিয়ে ইজারা দিয়েছে। যে কারণে বাঁওড় পাড়ের প্রায় ২০/ ২৫ হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি ইজারাদাররা বাঁওড় গুলিতে কৃত্রিম উপায়ে মাছ পোন উৎপাদন ও সংরক্ষণ করায় দেশী জাতীয় মাছ বিলিনের পথে।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের বলুহর ও জয়দিয়া, মহেশপুরের কাঠগড়া ও ফতেপুর, কালীগঞ্জের মর্জাদ ও যশোরের ১টিসহ মোট ছয়টি বাঁওড়ে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ানে ভূমি মন্ত্রাণালয়ে সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের চুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৯ সাল থেকে বিল বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ চাষ শুরু হয়। এখানে সুবিধা ভোগীরা ছিলেন বাঁওড় পাড়ের জেলেরা।

১৯৮৬ সাল থেকে বাঁওড়টি রাজস্ব খাতে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে আরো কয়েক দফা চুক্তি বৃদ্ধি করে ভূমি মন্ত্রাণালয়। এখানে উৎপাদিত মাছের ৩৫ শতাংশ পেত মৎস্য অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রাণালয় ২৫ শতাংশ এবং জেলে সম্প্রদায় পেত ৪০ শতাংশ। প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত রানি মাছের ১শত ভাগই পেত বাঁওড় পাড়ের জেলেরা। সর্বশেষ ভূমি মন্ত্রাণালয়ের সাথে মৎস্য মন্ত্রাণালয়ে চুক্তির মেয়াদ ছিল এপ্রিল ২০২৩ সাল পর্যন্ত। পরে আর ভূমি মন্ত্রাণালয় চুক্তিবৃদ্ধি না করে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গত ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ভূমি মন্ত্রাণালয় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এই বাঁওড় গুলোর ইজারা প্রক্রিয়া শুরু করে।

এপ্রিলে ইজারাদারদের বাঁওড় বুঝিয়ে দেয়া হয়। জলমহল ইজারা প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নিবন্ধনকৃত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির আবেদনের কথা বলা হলেও এখানে একাধিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি’র বিরুদ্ধে আর্থিক সুবিধা নিয়ে মৎস্যজীবী নন এমন ব্যক্তিদের বাঁওড় ইজারা পাইয়ে দেয়ার গুরুতর অভিযোগ করেছে বাঁওড় পাড়ের জেলেরা।

বাঁওড় পাড়ের জেলেরা কেমন আছে জানতে সরেজমিনে কোটচাঁদপুর জয়দিয়া বাঁওড় পাড়ে গেলে দেখা যায় বাঁওড়ের ঘাটে প্রচুর জেলে ও তাদের পরিবারের লোকজন দাড়িয়ে বাঁওড়ের দিকে চেয়ে আছে। এ সময় আমাদের দেখে অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। জয়দিয়া বাঁওড় ও মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি’র সভাপতি শীতল কুমার হালদার বলেন-আর সংসার টানতে পারছি না। বাঁওড় নেই আমরা পথে বসে গেছি। আমার বাবা ৪০ বছরের অধিক সময় ধরে এই বাঁওড় থেকে মাছ ধরে সংসার চালিয়ে আমাদেরকে বড় করেছেন। বাবা তিন বছর আগে গত হয়েছেন। আমরা বাঁওড় পাড়ের জেলেরা এই কাজই শিখে বাঁওড়ের মাছ ধরে সংসার চালিয়ে আসছিলাম। পরিবারের ৬ সদস্যের মধ্যে ছেলে কলেজে পড়ে, মেয়ে পড়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। বাঁওড় পাড়ের জেলেরা আগে বাঁওড়ের উৎপাদিত বড় মাছের ৪০ শতাংশসহ প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত বাঁওড়ের রানি মাছ ধরে সম্পূর্ণ নিজেরা নিত। এখন সে রানি মাছ গুলি ধরা তো দুরে থাক ইজারাদাররা আমাদেরকে বাঁওড়েও নামতে দেয় না। কি করবো ঝুঝে উঠতে পারছিনা। এখন দেখছি আমাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। বলুহর বাঁওড় ও মৎস্য সমবায় সমিতির সভাপতি গোপাল হালদার বলেন- আমরা বাঁওড় পাড়ের মৎসজীবিরা কর্মহীন হয়ে গেছি। বাবা-দাদারা এ বাঁওড় থেকে মাছ ধরেই সংসারের খরচ যোগাতেন। আমরাও একই পেশাতে ছিলাম। বাঁওড় না থাকায় একেবাই পথে বসে গেছি। তিনি বলেন-একই অবস্থা প্রায় সব বাঁওড় পাড়ের জেলে সম্প্রদায়ের। ফতেপুর মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি শান্তি হালদার বলেন-আমরা

ধারদেনা করে বাওড়টি ইজারা নিয়েছি। মাছ ছেড়েছি, সামনে কপালে কি আছে বলতে পারছিনা।

জয়দিয়া বাঁওড়ের সাবেক মৎস্যজীবীদের দলপতি নিত্য হালদার বলেন-বাঁওড় পূর্বের ন্যায় ফিরে পেতে ৫ বাঁওড় পাড়ের মৎস্যজীবীদের পক্ষ থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলাটি হাইকোর্টে চুড়ান্ত রায়ের অপেক্ষায় আছে। তারপরও ইজারাদাররা বাঁওড় পাড়ের জেলেদের মারধোর করে জোরপূর্বক মাছ ধরছেন।

যশোহর বিল বাঁওড় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক (পিডি) মোঃ আলফাজ উদ্দীন শেখ বলেন-এ বাঁওড় গুলি আমাদের আওতায় ৪২ বছর ছিলো সে সময় বাঁওড় পাড়ের জেলেদের আত্মসামাজিক মান উন্নয়নে কাজ করে গেছে এ প্রকল্পটি। পাশাপাশি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁওড়ের বড় মাছের চাষ ও দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন ঘটিয়ে নানা প্রজাতির মাছের চাহিদা মিটাতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সক্ষম হয়েছে প্রকল্পটি। বাঁওড়টি রাখার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি কিন্ত পারিনি। বাঁওড় গুলি ভূমি মন্ত্রালয় ইজারা দিয়েছেন। যে কারণে বাওড় পাড়ের জেলেরা তো বেকার হয়েছে পাশাপাশি বাঁওড় সংশ্লিষ্ট ১৩০ থেকে ১৪০ জন দৈনিক মুজুরী ভিত্তিক কর্মিও বেকার হয়ে গেছে। বর্তমানে এ বাঁওড় কেন্দ্রিক আমাদের আর কিছুই করার নেই।

বলুহর বাঁওড় ম্যানেজার সিদ্দিকুর রহমান বলেন-আমরা বাঁওড় গুলিতে মাছ চাষ করতাম মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সাইজ ও সংখ্যা বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। মাছ ধরার সময়ও নির্দ্ধারণ করা থাকতো, ছোট মাছ ধরা হতোনা। একই সাথে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার জন্য তথা বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণ ও প্রজনন বৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম করা হতো। সেই সাথে প্রজনন কালিন সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখা হত ফলে এক দিকে বিপন্ন প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেত অন্যদিকে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষিত হতো। বর্তমান ইজারাদারা এ বিষয়ে যত্নশীল না হয়ে অধিক মুনাফার জন্য কৃত্তিম উপায়ে মাছ চাষ করছেন। যখন তখন মাছ ছাড়ছেন এবং ধরছেন। যে কারণে দেশীয় মাছ ও জীববৈচিত্র্য বাঁওড় গুলি থেকে একেবারে ধ্বংস হতে বসেছে।

জানা গেছে-কোটচাঁদপুর বলুহর বাঁওড় সংলগ্ন সরকারী মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্সসহ অন্যান্য বাঁওড় গুলির আশপাশে আবাদী জমির পানি স্যালো পাম্পের মাধ্যমে বাঁওড় থেকে নেয়া হত। ইজারাদাররা এই পানি বাঁওড় থেকে নেয়া বন্ধ করতে বিভিন্ন ফন্দি ফিকিরি করছেন। একাধিক

আবাদী জমির মালিকরা আশংকা প্রকাশ করে বলছেন- বাঁওড় থেকে পানি নেয়া বন্ধ করে দিলে একদিকে যেমন শত শত একর জমি চাষ বাঁধা গ্রস্থ্য হবে। অন্যদিকে সরকারী মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্সও পড়বে পানি সংকটে।

বলুহর বাওড় ইজারা পাওয়া কোটচাঁদপুর মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি শীতল হালদার বলেন-বাওড় থেকে পানি উত্তোলন কেউ যেন না করতে পারে সে জন্য ইতি মধ্যেই জেলা প্রশাসকের নিকট আবেদন করেছি। এ ছাড়াও তিনি বলেন-আমার মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কাউকে ইজারা পাইয়ে দেয় নাই বা আমরা বাঁওড় সাব-লিজও দিই নাই।

কোটচাঁপুর বলুহর বাওড় পাড়ের কৃষক রেজাউল ইসলাম জানান, বাওড়ের ধারেই আমার সাড়ে ৪ বিঘা জমি আমি শুকনা মৌসুমে স্যালো মেশিন দিয়ে বাওড়ের পানি দিয়ে চাষ-আবাদ করে আসছি। কিন্তু বর্তমানে ইজারাদাররা পানি নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে করে আমরা আর্থিক দিক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি।

বাওড় পাড়ের আরেক কৃষক ফারুক হোসেন জানান, আমার বাপ দাদারা এই বাওড়ের পানি দিয়ে চাষ-আবাদ করে আসছি কিন্তু ইজারা দেওয়ার পর ইজারাদারের লোকজন বাওড় থেকে পানি নিতে দিচ্ছে না। আমাদের জমিতে বরিংও করা নেই। আমরা এই বাওড়ের পানি দিয়েই জমিতে সেচ দিয়ে শীতকালীন সবজি সহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করে আসছি। এখন কি করবো বুঝে উঠতে পারিছিনা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম বলেন, ভূমি মন্ত্রনালয় এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষর হয়েছিল। সেই সমঝোতা স্মারক বলেই এই বাওড়গুলো পরিচালনা করা হতো। এরপর বাংলা ১৪২৯ সালে এই স্মারকের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ভূমি মন্ত্রনালয় মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয়ের প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে এই আর বাড়ানো হবে না। ভূমি মন্ত্রনালয়ের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা ইজারা দেওয়ার জন্য দরপত্র আহ্বান করেন। ভূমি মন্ত্রনালয়ের এই প্রক্রিয়া শেষে যারা দরপত্র অনুযায়ী বাওড় ইজারা নিয়েছেন ভূমি মন্ত্রনালয় নির্দেশে আমরা তাদের হাতে দরপত্র বুঝিয়ে দিয়েছি। এর প্রেক্ষিতে যারা এতোদিন এই বাওড়ের সূবিধা ভোগ করে আসছিল তারা এটা থেকে বঞ্চিত হলো বলে দাবি করছেন। যারা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলো তারা একটি স্মারলিপি দিয়েছেন। সেই স্মারক লিপিতে তাদের হতাশা এবং কষ্টের কথা উল্লেখ করেছেন আমি সেই স্মারক

লিপি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে যে সিদ্ধান দেবেন আমরা সেই আলোকে ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

কোটচাঁদপুরে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে-নাতে ধরা ২

কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চুরি করতে গিয়ে হাতে- নাতে ধরা পড়েছেন,নানী- নাতনী। আজ রবিবার সকালে ধরা পড়ার তাদেরকে পুলিশে সৌপর্দ করেছেন,স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কতৃপক্ষ।

জানা যায়, রবিবার সকালে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে আসেন সখিনা বেগম (৪২) আর সোনিয়া খাতুন (২০)। সম্পর্কে নানী- নাতনী টিকিট কেটে লাইনেও দাড়ান তারা। এরপর সুযোগ বুঝে লাইনে দাড়ানো চিকিৎসা নিতে আসা রজিনার ব্যাগে হাত দেন টাকা চুরি করতে। এ সময় হাতে- নাতে ধরে ফেলেন নাতিন সোনিয়াকে। পরে তাঁর কথা মত আটকানো হয় নানী সখিনা বেগমকেও।

পরে খবর দেয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে তাদেরকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর থানায় নিয়ে যান।

আটকৃত হলেন,যশোর রুপদিয়া এলাকার শহীদ মুন্সীর স্ত্রী সখিনা বেগম (৪২),ও ফরিদপুর বদুরপুরের জিয়ারুলের স্ত্রী সোনিয়া খাতুন (২০)। তারা সম্পর্কে নানী- নাতনী বলে জানা গেছে সংশ্লিষ্ট সুত্রে।

বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,যার মালামাল খোয়া গেছে, সে বাদী হবে। এর আগেও চুরি হয়েছে, আমরা তো জিডি করছি।

তিনি বলেন আমরা কতগুলো চুরির বাদি হব। এটা তো প্রতিনিয়ত ৩৬৫ দিনই চুরি হচ্ছে। আমরা সবগুলোর বাদি হয়ে সারা মাস ধরে আদালতে হাজিরা দিয়ে বেড়াই আর কি। তিনি আরো বলেন, এটার বাদি তো পুলিশই হতে পারে।

কোটচাঁদপুর থানার ডিউটি উপপরিদর্শক( এসআই) নাজিবুল হক বলেন,খবর পেয়ে পুলিশ কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে থানায় নিয়ে এসেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে রেল লাইন ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ ও বিশ^বিদ্যালয় স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে। রোববার (১৪জানুয়ারি) সকালে শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটি।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির নেতৃবৃন্দসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়। ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ভাষা সৈনিক নন্দ দুলাল সাহা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু, ঝিনাইদহ পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান এস এম আনিচুর রহমান খোকা, ঝিনাইদহ শিশু হাসপাতালের চিকিৎসক ডা: আলী হাসান ফরিদ, সরকারি নুরুন্নাহারা মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, উই এর পরিচালক শরিফা খাতুন, বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলা রেল লাইন, মেডিকেল কলেজ বাস্তবায়ন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কামরুজ্জামান পিন্টু, মুফতী রাসেল উদ্দিন, মাওলানা রুহুল আমিনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

এসময় বক্তারা বলেন, পার্শবর্তী জেলা মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গায় রেল লাইন থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা শহরের সাথে রেল লাইনের কোন সংযোগ নেই। তাই মাগুরা থেকে ঝিনাইদহ জেলা শহর হয়ে চুয়াডাঙ্গা বা কুষ্টিয়ায় রেল লাইন সংযোগের দাবী জানান তারা।

ঝিনাইদহে বরুণ হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে স্মারকলিপি প্রদান

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী বরুন ঘোষ হত্যার সাথে জড়িতদের শাস্তির দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ করেছে তার সহপাঠিরা। আজ রোববার (১৪জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে তার সহপাঠি ঝিনাইদহ এসএসসি ৯৪’ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ওই ব্যাচের শিক্ষার্থীসহ তার স্বজনরা বক্তব্য রাখেন। সেসময় বক্তব্য রাখেন ৯৪ ব্যাচের শিক্ষার্থী ও নিহত বরুন ঘোষের সহপাঠি তানভীর আহমেদ রনী, মীর ফজলে এলাহী শিমুল, এনামুল হক এনাম, আওয়াল হোসেন, কাজল চক্রবর্তী, ছন্দা মালতি, দিবা খন্দকার প্রমুখ। বক্তারা বরুন ঘোষ হত্যার মুল কারণ উদঘাটন ও এর সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির দাবী জানান। পরে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন তারা।

উল্লেখ, গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে চা থেকে মাঝিপাড়ায় যায় ওই এলাকার বরুন ঘোষ। মহাসড়কে পৌঁছালে একদল দুবৃর্ত্ত তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঝিনাইদহের মোবারকগঞ্জ সুগার

মিলে যান্ত্রিক ত্রুটিতে চিনি উৎপাদন ব্যাহত

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম ভারিশিল্প মোবারকগঞ্জ সুগার মিল ২০২৩-২৪ ম্ড়াাই উদ্বোধনের পর প্রায় অর্ধেক সময় যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে বন্ধ ছিল। ফলে চলতি মাড়াই মৌসুমে কাঙ্খিত চিনি উৎপাদন ব্যহত হবে বলে আশঙ্কা মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের।

গত ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার বিকালে মিলের ডোঙ্গায় আখ ফেলে উদ্বোধন করেন বিএসএফআইসি এর প্রধান প্রকৌশলী মো. শহীদুল ইসলাম। মাত্র একদিন পর শনিবার দিবাগত রাত ১২টায় বয়লারে যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে বন্ধ হয়ে যায়। দির্ঘ ১৬ ঘন্টা পর পরের দিন রোববার বিকাল ৫ আবার মাড়াই শুরু করার ১৩ ঘন্টা পর আবারো যান্ত্রিক ত্রুটিতে মাড়াই বন্ধ করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। এদিন মিলের যন্ত্র বিভাগের শ্রমিক কর্মচারীদের চেষ্টায় ৮ ঘন্টা পর শুরু করে। ফলে মাড়াই শুরুর মাত্র ৪ দিনে ২৪ ঘন্টাই বন্ধ থাকে মিলটি। এভাবে চলতি মৌসুমের ২৩ দিনে প্রায় অর্ধেকটা সময়ই বন্ধ ছিল মিলটি মাড়াই। যদিও মিলের রেকর্ড বলছে ২৩ কার্যদিবসে বন্ধ ছিল ১০৪ ঘন্টা।

চলতি মৌসুমে ৬০ লাখ টাকার বাজেট ধরে পুনমেরামতের কাজ করা হয়। এদিকে মিলের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, মিল শুরুর আগেই ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা বাজেট ধরে যন্ত্রপাতি পুনমেরামতের কাজ করা হয়। কিন্তু মোটা অংকের এ পরিমাণ টাকার পুনমেরামত কোন কাজে আসেনি।

চলতি মাড়াই মৌসুমে ৪০ দিনে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৩ হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরে মাড়াই শুরু করে। চিনি আহরণের গড় ধরা হয় ৬ শতাংশ। কিন্তু ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মিলের চিনি আহরণের গড় ছিল ৪.২ শতাংশ। এদিন পর্যন্ত ২৩ কার্যদিবসে মিলটি চিনি উৎপাদন করে ১৪ হাজার ৪০৪ বস্তা। একই পরিমাণ রিকভারিতে গত বছর ওই সময়ে ২৫ থেকে ২৭ হাজার বস্তা চিনি উৎপাদন করেছিল। কিন্তু চলতি মৌসুমে যান্ত্রিক ত্রুটির কানেন চিনি উৎপাদনে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা দেখা গেছে। যদিও মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন, চিনি উৎপাদন নির্ভর করে মাড়াইয়ের উপর। যান্ত্রিক ত্রুটির কারনে মাড়াই কম হয়েছে ফলে চিনিও কম হবে এটা স্বাভাবিক। তবে ঘন ঘন যান্ত্রিক ত্রুটির করণ হিসাবে বলছেন, মিলের পুরাতন যন্ত্রপাতি

হওয়ায় এমন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

এদিকে মিলের দ্বায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, চলতি বছর মাড়াই শুরুর আগে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১ কোটি ৯০ লাখ টাকা বাজেট ধরে পুরাতন যন্ত্রাংশ পরিবর্তন ও মেরামতের কাজ করা হয়। তবে, এ পরিমাণ বাজেট ব্যয় করা হলেও তা কাজে আসেনি বলে জানালেন শ্রমিকরা। অন্যদিকে মিলের এ টাকা খরচ করা হলে সব কিছু করা হয়েছে গোপনে।

শ্রমিকরা বলছেন, আগে এসব কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার করা হলেও এখন তা হয় না। তাদের অভিযোগ মিল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বড় অংকের এ পরিমাণ টাকা শ্রমিক নেতা ও কর্মকর্তারা নামসর্বশ^ কাজ করে বাকিটা আত্মসাৎ করেছেন।

মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম মিলের যান্ত্রিক ত্রুটির বিষয়টি জানিয়ে বলেন, মিলের মাড়াই শুরুর আগেই সকল ত্রুটিপুর্নযন্ত্র পরিবর্তণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হয়। চলতি মৌসুমে ৬০ লাখ টাকার বাজেট ধরে পুনমেরামতের কাজ করা হয়। তারপরও ত্রুটিটা এবার একটু বেশি হচ্ছে। যে কারনে মাড়াই কম হয়েছে, ফলে চিনি উৎপাদনও কম হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য টেন্ডারের বিষয়ে বলেন, সব টেন্ডার ওপেন হয়। তবে অফিসিয়াল যে নিয়ম আছে তা মেনেই সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়। তবে, মিলের মাড়াই স্বাভাবিক করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

গত ২০২২-২৩ মাড়াই মৌসেুম মিলটি আখের অভাবে মাত্র ২৮ দিনে শেষ করে। ওই মৌসুমে কৃষকরা মাঠে আখ রোপন না করায় মিলের রেকর্ডে সবথেকে কম সময় উৎপাদনে ছিল মিলটি। এ সময়ে মিলটি ৩৫ হাজার ৩৬০ মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ১ হাজার ৭৪৫ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করেছিল। ওই বছর আখের মন ছিল ১৮০ টাক্।◌া যদিও মিলে রেকর্ড বলছে এর আগে প্রতি মৌসুমে মিল এলাকার কৃষকরা ৮ থেকে ১০ হাজার হেক্টর জমিতে আখচাষ করতো। নানা প্রতিকূল পরিবেশ এবং অল্প সময়ে ফুল ফলসহ বিভিন্ন লাভজনক ফসল চাষ হওয়ায় কমে যাচ্ছে আখচাষ। তবে চলতি মৌসুমে আখের দাম বৃদ্ধি করায় কৃষকরা আবার আখচাষে ফিরছে বলে জানান কৃষকরা ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উল্লেখ্য, ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা শহরে ১৯৬৫ সালে ৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা ব্যয়ে ২০৭.৯৩ একর নিজস্ব জমির উপর নেদারল্যান্ড সরকার মোবারকগঞ্জ চিনিকলটি স্থাপন করে। এরমধ্যে ২০.৬২ একর জমিতে

কারখানা, ৩৮.২২ একর জমিতে কর্মকর্তা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য আবাসিক কলোনী, ২৩.৯৮ একর পুকুর এবং ১০৭ একর জমিতে পরীক্ষামূলক ইক্ষু খামার। এছাড়া ১৮.১২ একর জমিতে জুড়ে রয়েছে সাবজোন অফিস ও আখ ক্রয় কেন্দ্র। প্রতিষ্ঠাকালীন মৌসুমে পরীক্ষামূলকভাবে ৬০ কর্মদিবস আখ মাড়াই চলে। লক্ষ্য পূরণ হওয়ায় ১৯৬৭-১৯৬৮ মাড়াই মৌসুম থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন শুরু করে। ঝিনাইদহের ৬ উপজেলা ছাড়াও যশোরের দু’টি উপজেলা নিয়ে গঠিত মিলে আটটি জোনের আওতায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ রয়েছে সাড়ে তিন লাখ একর। আখ ক্রয় কেন্দ্র রয়েছে ৪৮টি।

কোটচাঁদপুরে কনকনে শীতে বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত কৃষকরা

শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস আর কনকনে শীতে মানুষ যখন জড়োসড়ো। ঠিক সে সময় বোরো ধানের চারা রোপনে ব্যস্ত সময় পার করছেন, লেবাররা। এ চিত্র কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার – কুশনার মাঠে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ বছরও লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা।

জানা যায়, কোটচাঁদপুর উপজেলায় ৫ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা। এ উপজেলার প্রধান ফসল ধান। বেশ কয়েক দিন ধরে শুরু হয়েছে এ বছর বোরো ধান রোপন কার্যক্রম। তবে থমকে যাচ্ছে শৈত্য প্রবাহের মৃদু বাতাস,আর কনকনে শীত। এতে করে জগোসড়ো হয়ে যাচ্ছে মানুষ।

এরপরও প্রকৃতির এমন আচারনকে উপেক্ষা করে, কোটচাঁদপুর উপজেলায় সর্বত্র চলছে বোরো ধান রোপনের কাজ। গত শুক্রবার সকালে কোটচাঁদপুরের তালসার কুশনা মাঠে দেখা যায় বোরা ধান রোপনের এমন দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে ধানের জমিত কাজ করা লেবার লিটন হোসেন,সুলতান হোসেন,আশাদুল ইসলাম বলেন, আমরা তাহাজ্জেল হোসেনের নেতৃত্বে কাজ

করি। আজ এখানে ১৭ জন লেবার কাজ করছি।

তারা বলেন,আমরাও তো মানুষ। আমাদের ও শীত লাগে। শীতে জড়োসড়ো হই। তারপরও কাজ তো করতে হবে।

লেবারা বলেন,কাক ডাকা ভোরে আসি। এরপর জমি থেকে চারা উঠিয়ে, তা জমিতে রোপন করে থাকি। আজ আমরা ৮ বিঘা জমিতে চারা রোপন করেছি। যাতে করে এক জনের ৭/৮ শ টাকা করে আয় হবে।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় চাষিরা চাষ করে থাকেন,হান্ড্রেড,বিরি-৫০, বিনা ২৫ জাতের ধান। এ বছর যোগ হয়েছে ধানের নতুন জাত হান্ড্রেড বঙ্গবন্ধু জাতের ধান।

গেল বছর এ উপজেলায় ৬ হাজার ১ শ ৫০ হেক্টর জমিতে ধান হয়েছিল। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর জমি বেশি চাষ হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরনের আশা প্রকাশ করেছেন,কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রাজিবুল হাসান।

তিনি বলেন,এ বছরও চাষিদের মধ্যে কৃষি প্রনোদনা হিসেবে স্যার ও বীজ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ছিল ৫ কেজি করে হাইব্রিড ধানের বীজ ও ২০ কেজি সার। এ সব দেয়া হয় ৬ শ চাষির মধ্যে। আর ১৮ শ চাষির মধ্যে দেয়া হয়,৫ কেজি উফশি ধানের বীজ ও সম পরিমাণ সার।

এ বছর বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৬ হাজার ১ শ ৮৯ হেক্টর জমি। যা গেল বছরের তুলনায় ৩৯ হেক্টর বেশি। স্যারের দাম ও সরবরাহ নিয়ে প্রশ্ন তুললে, তিনি বলেন,স্যারের কোন ঘাটতি নাই। চাষিরা তাদের চাহিদা মোতাবেক সার পাবেন। আর দাম নিয়ে কোন অভিযোগ জানা নাই। তবে যদি কেউ লিখিত অভিযোগ করেন, তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ঝিনাইদহে বরুণ ঘোষ হত্যার

ঘটনায় ৭ জন গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগ কর্মী বরুণ ঘোষ হত্যার ঘটনায় ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শহরের হামদহ, ব্যাপারীপাড়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জানান, আওয়ামী লীগ কর্মী বরুন ঘোষ হত্যা মামলার এজাহার ও সন্ধিগ্ধ আসামীরা শহরের হামদহ ও ব্যাপারীপাড়ায় অবস্থান করছে এমন খবরে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ঝিনাইদহ শহরের হামদহ ঘোষপাড়া এলাকার কার্তিক ঘোষ ও তার ছেলে কল্লোল ঘোষ, কামারকুণ্ডু এলাকার আলতাফ হোসেনের ছেলে সবুজ হোসেন, হামদহ এলাকার তফসের হোসেনের ছেলে আইয়ুব আলী, ইসলামপাড়ার ডাবলু মিয়ার ছেলে নয়ন মিয়া, ব্যাপারীপাড়ার মোজাম্মেল হকের ছেলে মুন্না ও রমজান আলীর ছেলে হাতকাটা তরুণ। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দীন জানান গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের বৃহস্পতিবার সকালে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে বুধবার রাতে নিহত বরুন ঘোষের স্ত্রী বাদি হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ৯/১০ জনকে আসামী করে সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

উল্লেখ গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের হামদহ এলাকার নিজ বাড়ী থেকে বরুন ঘোষ চা পানের উদ্দেশ্যে মাঝিপাড়ায় যায়। এসময় মহাসড়কে পৌঁছালে একদল দুবৃর্ত্ত তাকে কুপিয়ে ফেলে রেখে যায়। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত বরুন ঘোষ আওয়ামী লীগের কর্মী এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ ২ আসনের পরাজিত নৌকা প্রতীকের প্রার্থী তাহজিব আলম সিদ্দিকী সমি’র সমর্থক ছিলেন। তবে আসামীরা কেউ স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঈগল প্রতীকের প্রত্যক্ষ কর্মী বা সমর্থক ছিলেন না বলে দাবি স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রতিনিধির। স্থানীয়রা জানান এই হত্যাকান্ড পারিবারিক জমি জায়গা নিয়ে সংঘটিত হয়েছে এর সাথে কোন রাজনৈতিক বা ভোটের যোগসূত্রতা নেই।

কোটচাঁদপুরের বর্গা চাষি কবির হোসেনের কলা গাছ কর্তন

কোটচাঁদপুরের বর্গা চাষি কবির হোসেনের ১০৩ টি ফলন্ত কলা গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার তালসার গ্রামের খেয়াঘাট পাড়ার মাঠে। এতে করে ৮০ হাজার টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি ওই চাষি কবির হোসেনের।

চাষি কবির হোসেন বলেন,আমার নিজের কোন জমি নাই। জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করি আর পরের জমিতে কাজ করে সংসার চালায়। এক বিঘা জমি এখানে। এ জমির মালিককে বছরে ১৬ হাজার টাকা বর্গা বাবদ দিতে হয়। আর চাষ খরচ হয়েছে প্রায় লক্ষ্যাধিক টাকা। দূর্বৃত্তরা আমার জমির যে কলা গাছ কেটে দিয়েছেন, এতে আমার প্রায় ৭০/৮০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে।

আমি ওই দূর্বৃত্তদের শাস্তি চাই। বিষয়টি থানা অথবা পুলিশ ফাঁড়িকে জানিয়েছেন কিনা,এমন প্রশ্ন তিনি বলেন, এখন জানানো হয়নি। জানাতে হবে।

প্রতিবেশী কামরুল হাসান বলেন, তালসারের ঘাটপাড়ার মাঠ এটি। একবিঘা জমি বর্গা নিয়ে কবির ভাই কলার চাষ করেছিল। জমিতে ২৪০ টি গাছের মধ্যে ১০৩ টি কলার গাছ কেটে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমার জানামতে যে কলা গাছ কেটে দিয়েছে,তা প্রতি কাদি কলা ৭ শ থেকে ৮ টাকা দামে বিক্রি হত। ওই হিসেবে ৭০/৮০ হাজার টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে ওই চাষির।

কোটচাঁদপুরের তালসার পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) কিশোর কুমার দত্ত বলেন, আমি জানতাম না। আর এ পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ ও করেনি এ বিষয়ে। এখন আপনারদের মাধ্যমে জানতে পারলাম। খোজ নিয়ে দেখছি, আসলে কি ঘটেছে।